দৈনিক সংবাদ

APR 16 2002

'চয়নিকা' আল-মামুনের প্রচেষ্টা

ক্যাম্পাস প্রতিবেদক

আয়োজন

১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে এ. কে আল-মামুন ত
নিজের বাড়িতে সমাজের শ্রমজীবী, বিত্তহীন দরিদ্র
এতিম শিশু-কিশোরদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতর
লক্ষ্যে টুকটাক কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি নি
ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৮৩ সালে বিকম পাস করেন,
প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে একসময় মামুনের প্রচেষ্টায়
ওঠে চয়নিকা বিদ্যাপীঠ, শুধু অভাবী ছেলেমেয়ে
শিক্ষার ব্যবস্থা করেই মামুন বসে থাকেননি, পায়ে
বস্তির পর বস্তিতে ঘুরে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহী করে তোলেন ও
আসেন চয়নিকায়। বিনা বেতনে এবং বিনামূল্যে ব্যবস্থা করেন পাঠ্য পুস্তকে
মামুনের প্রচেষ্টার পাশে এসে দাঁড়ায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্
সংগঠন 'অন্বেষা'।

অন্বেষা পরিচালিত চয়নিকা বিদ্যাপীঠ-এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০
২/২, পুরানা পল্টনের বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হ
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অভিভাবকদের উপস্থিতিতে
অতিথি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০০২-এর বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের
পুরস্কার বিতরণ করেন।

১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে সমাজের শ্রমজীবী, বিত্তহীন দরিদ্র ও এতিম
শিশু-কিশোরদের শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ 'চয়নিকা বিদ্যাপী
পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীসহ বিনা বেতন কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে প্র
সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত আরবী, সকাল ৯টা থেকে ১২-১০ মি. পর্যন্ত না
প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী এবং দুপুর ২টা থেকে ৫-১০ মি. পর্যন্ত নার্সারি
২য় ও ৫ম শ্রেণীতে শিক্ষাদান করে আসছে। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি

বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে অন্বেষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আ
বর্তমানে অন্বেষার সাধারণ সম্পাদক এ. কে আল-মামুন প্রতিষ্ঠানটির
শিক্ষক। মামুনের চোখে ত্রুটি থাকার কারণে ভাল দেখতে পান না। তা
তিনি দিনরাত এ প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শ্রম দিয়ে যা
বিদ্যাপীঠটি চতুর্বিংশ বর্ষে পদার্পণ করলেও আজও এর উল্লেখযোগ্য তেমন
উন্নতি হয়নি। কোন মহৎ ব্যক্তি বা সংগঠন আজও এগিয়ে আসেননি এর
উন্নতির জন্য। উল্লেখ্য, ট্রেনিং অ্যান্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার ওই বিদ্যা
ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯৯৩ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাসামগ্রী এবং বিদ্যা
শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা করে আসছে।

বর্তমানে বিদ্যাপীঠের সব শিক্ষকই অবৈতনিক হিসেবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন
এভাবে আর কতদিন চলবে? শিক্ষকদের যদি যুক্তিযুক্ত সম্মানী দেয়া যে
তারা হয়ত আরও বেশি সময় দিতে পারতেন। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের প্রতে
জীবিকার জন্য অন্য পেশার ওপর নির্ভর করতে হয়। তবুও তারা শিক্ষার
বিলিয়ে দিতে চান। ভাগ্যহতদের শিক্ষার আলোয় জীবনকে আলোকি
দিতে চান; কিন্তু তারা অতিক্রম করতে পারেন না সীমাবদ্ধতা। যারা শ
মেহনতি মানুষের কথা বলেন, তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সাধ্য
আছে, তাদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ওদের জন্য বড়ই প্রয়োজন। অন্যথায় হয়
নিরলস কর্মীরা এবং চয়নিকা বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত শিশু-কিশোররাও
যাবে অন্ধকারে-অনিশ্চতায়।

চয়নিকা বিদ্যাপীঠ কমিটির চেয়ারম্যান ডা. এ.এস.এম এনায়েত
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা
আইরিন নিলা, শামীমা নাসরীন মুন্নী এবং অন্বেষার সাধারণ সম্পাদক
আল-মামুন।